মাদ্রাসা শিক্ষা বিলীনের শিক্ষানীতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় যোগ্য আলেম তৈরীর লক্ষ্যে সিলেবাসে ২/১টি আরবী বিষয় যোগ করার বিষয়েও কমিটির কোন আপত্তি নেই। কারণ, শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে যোগ্য মানুষ ও দক্ষ জনবল তৈরী করা। বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব কবি রুহুল আমীন খান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

এতে জাতীয় শিক্ষা নীতিতে সংযোজন করার জন্য বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন মোদার্রেছীনের মহাসচিব মাওলানা শাব্বির আহমদ মোমতাজী এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটিও পরিচালনা করেন তিনি। মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন মাউসির মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. নোমানুর রশীদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডিজি শামীম মোহাম্মদ আফজাল, মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ ইউসুফ।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি সদস্যগণের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রিন্সিপাল কাজী ফারুক আহমদ (সদস্য), সিরাজ উদ্দীন আহমেদ (সদস্য), অধ্যাপক মাওলানা এ বি এম সিদ্দিকুর রহমান (সদস্য), অধ্যাপক শেখ একরামুল কবীর (সদস্য)। মতবিনিময় সভায় আরো বক্তব্য রাখেন ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ড. মোহাম্মদ ইয়াকুব হোসাইন, ইফার বোর্ড অব গভর্নর্স সদস্য আল্লামা খন্দকার গোলাম মাওলা ও মিজবাহুর রহমান চৌধুরী, মাউসির পরিচালক কলেজ ও প্রশাসন অধ্যাপক আবুল কাশেম, উপ-পরিচালক (মাদ্রাসা) আবুল হোসেন, মাদ্রাসা বোর্ডের সিলেবাস উইং-এর প্রধান জাফর আহমদ প্রমুখ।

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি প্রিন্সিপাল মাওলানা ইউনুস, ঢাকা মহানগর সভাপতি মাওলানা কফিল উদ্দিন সরকার সালেহী, প্রিন্সিপাল মাওলানা এ কে এম মাহবুবুর রহমান (চাঁদপুর), প্রিন্সিপাল আ ম স শামছুল আলম চৌধুরী (চট্টগ্রাম), প্রিন্সিপাল মাওলানা সাখাওয়াত হোসাইন (চট্টগ্রাম), মাওলানা আহমদ হাসান শাহান ফুলতলী দরবার (সিলেট), প্রিন্সিপাল ড. সৈয়দ শরাফত আলী শাহীন, আ ন ম হাবিবুজ্জামান (রংপুর), মাওলানা আবদুর রাজ্জাক, মাওলানা আবু তাহের (সিরাজগঞ্জ), প্রিন্সিপাল মাওলানা হোসাইন আহমদ (ফেনী), প্রিন্সিপাল আ খ ম আবু বকর সিদ্দিক, প্রিন্সিপাল মো: আবুল হাশেম, প্রিন্সিপাল আশরাফ আলী দেওয়ান (বরিশাল), প্রিন্সিপাল মাওলানা আবদুল রহমান (পঞ্চগড়), প্রিন্সিপাল মাওলানা ইদ্রিস খান (ময়মনসিংহ), প্রিন্সিপাল মাওলানা হাফেজ উবায়দুল হক (নোয়াখালী), ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা আবুল কাশেম ফজলুল হক, প্রিন্সিপাল মাওলানা সাদেক হাসান, ভাইস প্রিন্সিপাল সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন (ঢাকা), মাওলানা আবু সালেহ মো: কতুবুল হাসান (সিলেট), ভাইস প্রিন্সিপাল মাহবুবুর রহমান, মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ হাবীবুল আলম ও প্রিন্সিপাল মঞ্জুর কাদের (কুষ্টিয়া)।

মতবিনিময় সভায় অধ্যাপক খলীকুজ্জামান আরো বলেন, অতীতে মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষায় ছিল উন্নত জাতি। কিন্তু আজ আমরা পিছিয়ে গেছি নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের কারণে। দুনিয়াতে আজ মুসলমানরা তাদের পথিকৃতের ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উঠে আসতে মানব সম্পদ তৈরী করতে যুগোপযোগী শিক্ষানীতির প্রয়োজন। তিনি বলেন, এবতেদায়ী ও বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষাসহ সকল স্তরের সমপর্যায়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সমান বেতন ভাতা ও সুযোগ-সুবিধার সুপারিশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে থাকবে। তিনি বলেন, দেশীয় সকল শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা কমিশনের নির্ধারিত বিষয়সমূহ পাঠ্যভুক্ত করার বিধান থাকবে। তিনি বলেন, শিক্ষানীতি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে জামিয়াতুল মোদার্রেছীনের সুপারিশ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষা কমিশনের সদস্য সিরাজউদ্দীন বলেন, শিক্ষা কমিশন চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সংশোধন ও সংযোনের সুপারিশের বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।

মাউসির ডিজি অধ্যাপক নোমানুর রশীদ বলেন, জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সুপারিশমালা পর্যালোচনা করে তা শিক্ষানীতিতে সংযোজনের সুযোগ রয়েছে। শিক্ষা প্রণয়ন কমিটির সদস্য কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, খসড়া শিক্ষানীতির চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সুপারিশের পেছনে যথার্থ যুক্তি আছে। তিনি বলেন, একটি উপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের মহৎ উদ্দেশ্য যাতে কেউ ব্যাহত করতে না পারে সেজন্য সকলকে সজাগ থাকতে হবে। তিনি বলেন, কোন শিক্ষা ধারাকে ধ্বংস করা যায় না। কেবল যুগের সাথে সমন্বয় করে যুগোপযোগী করা যায়।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য এবিএম সিদ্দিকুর রহমান বলেন, শিক্ষানীতিতে কোন অবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। তিনি আরো বলেন, শিক্ষা প্রণয়ন কমিটির সুপারিশে মাদ্রাসা শিক্ষাকে প্রতিযোগিতায় আনা হয়েছে।

ইফার ডিজি শামীম মোহাম্মদ আফজাল বলেন, বাংলা ও ইংরেজীর ন্যায় শিক্ষানীতিতে প্রথম শ্রেণী থেকেই আরবী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় যোগ্য আলেম তৈরীর জন্য একাধিক বিষয় যুক্ত করার ব্যবস্থা করা দরকার। এ ক্ষেত্রে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সুপারিশ সহায়ক হবে। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সমন্বিত নৈতিক শিক্ষার বিষয় সংযোজনের সুপারিশ করেন। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য একটি পৃথক ফ্যাকাল্টির ব্যবস্থা রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, কোন অবস্থাতেই প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব কোন এনজিও এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট দেয়া যাবে না। তিনি দর্সে শিক্ষার শিক্ষক হিসেবে ওলামায়ে কেরামকে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান। আল্লামা খন্দকার গোলাম মাওলা জমিয়াতুল মোদার্রেছীন কর্তৃক শিক্ষা কমিশনে সংযুক্ত ও বাদ দেয়ার সুপারিশকে যথাযথ বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় সকল শ্রেণীতে বাংলা, ইংরেজী ও আরবী আবশ্যিক করতে হবে।

মিজবাহুর রহমান চৌধুরী বলেন, জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সুপারিশ যথাযথ। তিনি বলেন, যোগ্য আলেম তৈরীর মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় একাধিক বিষয় সংযুক্তির সুপারিশ বাস্তবসম্মত। তিনি আরবী ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় আরবী ভাষা